সিরাজ পিকচার্সের
রোশেনারা
পরিচালনা
শ্রীবিমল রায়
20-6-53

সিরাজ পিকচার্সের নিবেদন —

ষ্টেশনারী

প্রযোজনায় : **জনাব সিরাজুল হক মোল্লা**

পরিচালনা : **শ্রীবিমল রায়** সঙ্গীত পরিচালনা : **গোপেন মল্লিক**

গীতিকার : প্রণব রায়; চারু মুখার্জ্জী, বি, এম, শর্ম্মা

আলোকশিল্পী : সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় শব্দযন্ত্রী : জে, ডি, ইরানী

শিল্পনির্দ্দেশক : সুনীল সরকার গানরেকর্ড ও শব্দ পুনর্যোজন : গৌর দাস

সম্পাদক : অজিত দাশ ব্যবস্থাপক : ফারুক মির্জ্জা

রূপসজ্জাকর : শৈলেন গাঙ্গুলী বেশবিন্যাস : সের আলি

নৃত্য পরিচালনা : পিটার গোমেশ ষ্টুডিও ব্যবস্থাপক : প্রমোদ সরকার

প্রচার সচিব : ধীরেন মল্লিক আলোকসম্পাত : নরেশ

রেখাঅঙ্কন : শচীন ভট্টাচার্য্য যন্ত্র-সঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

স্থিরচিত্র : লাইট এণ্ড শেড্

পোষাক পরিচ্ছদ : **ওয়াছেল মোল্লা এণ্ড সন্স লিঃ**

ষ্টেশনারী এণ্ড স্পেশাল্ গুডস্ : নোবেল ক্যাসকেট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং ও
নাগজী রাম গোবিন্দ এণ্ড কোং

স্পেশাল ফার্নিচার : ডিল্যাক্স্ ফার্নিচার কোং

ইন্দ্রপুরি ষ্টুডিওতে রিদম শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ লিঃ-এ পরিস্ফুটিত

সহকারীগণ :--

পরিচালনায় : শ্যামল ঘোষ, সবির আলি হামদাদ

সঙ্গীত পরিচালনায় : জানকী দত্ত, তপন দে

শিল্পনির্দ্দেশনায় : প্রীতি ঘোষ

ব্যবস্থাপনায় : এস, জালালউদ্দীন কিউ.এ. রহিম
এল, আর, মল্লিক (নন্থু মিঞা)
মজুমদার রহমন, আবু নসর

আলোক সম্পাতে : হেমন্ত, শান্তি, অনিল,
মণ্টু, ধ্রুব, আমেদ।

চিত্রশিল্পে : ননী দাস, ক্ষেত্র।

শব্দযন্ত্রে : সন্তু বসু

গান রেকর্ড : সিদ্ধি নাগ

সম্পাদনায় : নির্ম্মলানন্দ, নিমাই রায়

রূপসজ্জায় : অনাথ, নৃপেন, দুর্গা

প্রোডাকসন্ বয় : সতীশ

সেট তৈরী : রহমান মিস্ত্রী

পেণ্টার : হরেন

পরিবেশক : **অঞ্জন ফিল্মস্**

—রূপায়ণে—

★ দেবযানী	★ মলয়া সরকার
★ অসিতবরণ	★ ফারুক মির্জ্জা
★ মঞ্জু দে	★ অপর্ণা
★ পদ্মা দেবী	★ বাণী গাঙ্গুলী

* * *

জয়শ্রী সেন, অনুশীলা শীল, নাজমা, আখতার জাঁহান, স্বপ্না রায়, মায়া,
চিত্রা, সন্তোষ দাশ, ম্যালকম, বাণীবাবু, মাঃ সুখেন, মাঃ চন্দন,
পঞ্চানন বন্দ্যোঃ, শ্যামল ঘোষ, অনিল দাস, অনাদি,
আসমত, আবু নসর, এ, সাত্তার, সত্যবাবু, শান্তি,
রীতা, উষা, সবীর, সুধীর, ইজায়ারুল হক,
মতিবাবু, ডাঃ রহিম, আফসার হোসেন,
সোলেমান মির্জ্জা, রেণু দত্ত, অসিত,
কালী রায় চৌধুরী, কমলা,
সিন্ধু, রশিদা, নেলী দত্ত,
ও আরও অনেকে।

—০—

—কাহিনী—

.....সেলিম ও রোশেনারা.....দুটি কিশোর কিশোরী.....খুসীর নেয় ছুটে চলে তারা। কে জানত তুফান উঠবে তাদের জীবনে। ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তাদের সব আশা, আকাঙ্খা, কামনা, বাসনা—। কিন্তু কেন? কেন এসেছিল তুফান—কেন এসেছিল কাল বৈশাখীর ঘন অন্ধকার ঘেরা কুঞ্ঝটিকা—কি পরিণতি ঘটেছিল তাদের জীবনে—তারই উত্তর এই ছবি—"রোশেনারা"..... ! ! !

● ● ● ●

ঢাকার কোন এক বিখ্যাত জমিদার বংশের মেয়ে রোশেনারা। আদরের দুলারী সে,—অর্থ সম্পদ, রূপ, কোন কিছুরই তার অভাব ছিল না.....সেলিম তার বাল্যের সাথী, সম্পর্কে খালাতো (মাসতুতো) ভাই'—সাংসারিক বাধা কিছুই থাকে না তাদের মেলামেশায়, যদিও রোশেনারা খুবই পর্দ্দানশীন্ ঘরের মেয়ে। আনন্দের আতিশয্যে, খুসীর নেশায়, প্রাচুর্য্যের সংসারে বেড়ে চললো এই কিশোরী..... হঠ একদিন প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুকুলিত জীবনের নবীন আকাশে ঝড় উঠল। কিশোরী হৃদয়ের সব আশা, আকাঙ্খা ও স্বপ্নকে একমুহূর্ত্তে ভেঙ্গে চুরমার করে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের সাথে মিশিয়ে দিল।.....আম্মা (মা) বল্লেন "রোশেন এখন তোমার বয়স হয়েছে, আর তুমি বাইরে বেরোতে পারবে না"। প্রতিবাদ জানিয়েছিল রোশেন শুধু একটী কথা দিয়ে—"কেন" ? উত্তর এ'ল—"তোমার বয়স হয়েছে"। আর কিছুনা,—কৈশোরেই ঘরের মধ্যে বন্দিনী হ'ল সে, বাইরের সব আলো একমুহূর্ত্তে, একটী কথায় নিভে গেল,.....স্কুলে যাওয়া এমন কি তার সাথী সেলিমকেও ছাড়তে হ'ল।

তারপর আরও ছ'টা বছর কাটল, পরিপূর্ণ যৌবন—আম্মা চিন্তান্বিতা—মেয়ের বিবাহের বয়স হয়েছে, কিন্তু আব্বা (বাবা) চুপচাপ। বড় আদুরে মেয়ে, চোখের আড়াল করতে চান না। কিন্তু স্থায়ী হ'ল না তাঁর বাসনা, বিবাহের তোড়জোড় তাঁকে করতেই হ'ল, এ কাজে বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়েছিল সালমা, রোশেনের ছেলেবেলার বন্ধু, কলেজে পড়া মেয়ে। আধুনিকতার চরম পর্য্যায়ে পৌঁছেছে সে, কারণ তার আব্বা পাশ্চাত্যের আদব কায়দায় তাকে মানুষ করেছিলেন। সালমার এ ভাবে উৎসাহিত হবার একটী বিশেষ কারণ ছিল, সেলিমের ওপর তার নজর ছিল ষোল আনা। তাই পরের কাঁটা রোশেনারাকে সরাতে না পারলে এ কাজে তার বিশেষ সুবিধে হচ্ছে না.....

জীবনের সব কিছু আশার আলো নিভিয়ে দিয়ে, রোশেনারা—সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে শ্বশুর বাড়ী এলো।.....নিজেদের চেয়ে আরও বেশী পর্দ্দানশীন এরা চট্টগ্রামের বিখ্যাত জমিদার বংশ। স্বামী—রফিক সাহেব কলকাতার ল' কলেজে পড়ে। সেখানেই হোষ্টেলে থাকে। সহরের হোষ্টেলে থাকা ছেলেদের যা যা গুণ থাকা দরকার, তার একটীও বাকী নাই এই ছেলেটির। আশ্চর্য্য এই জীবন !! আর তার স্ত্রী রোশেনারা—?

বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হ'ল স্বামী-স্ত্রীর মাঝে। গগনচুম্বী বিরাট প্রাচীর রফিক ছুটে গেল বিদেশের মন মাতানো আলোয় মনকে রাঙাতে, আর রোশেনারা? সেকি করল? কেবল দুর্ভেদ্য প্রাচীর বেষ্টিত অন্ধকার ঘরে বসে অশ্রু বিসর্জ্জন! অন্ধকারের কালো মেঘ আরও গাঢ় হল, যখন আবার সংশাশুড়ী এল সংসারে। জীবনাকাশের কাল খণ্ডখণ্ড মেঘগুলো একত্র হয়ে এমন বিরাট আকার ধারণ করল যে তার কাছ থেকে রফিকও রেহাই পেল না। তাই সংসার থেকে আলাদা হয়ে ছুটে চল্লো পুরাতনকে দিয়েই নূতনের সৃষ্টি করতে, স্ত্রী-রোশেনারাকে নিয়ে নূতন সংসার গড়ে তুলতে। কিন্তু ভুল করেছিল সে.....ঢাকায় একটী ছোট্ট বাড়ী ছিল রফিকের বাবার, সেখানেই তারা এল; সঙ্গে এলো তাদেরই সংসারে প্রতিপালিত মা-মরা একটী ছেলে নাম রসিদ। রোশেনের খুবই প্রিয়। চট্টগ্রামের বাড়ীর অন্ধকার সমুদ্রের মাঝে পাড়ি দেবার রসিদই ছিল তার একমাত্র ভেলা.....

আর সেলিম—সে কোথায়? নিয়তির নিষ্ঠুর কষাঘাতে সে আজ রোগ-শয্যায়—একমাত্র স্নেহময়ী ভাবির (বৌদির) শুশ্রূষায় কোনগতিকে জীবনটাকে টেনেটেনে বয়ে চলছে, মনে ক্ষীন আশার আলো নিয়ে.....সে রোশেনকে ভালবাসে.....কিন্তু কেন? কেন??

একদিন রফিকের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল রোশেনার ফেলেআসা জীবন, যেদিন সে প্রফেসার বন্ধু হিসেবে সেলিমকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছিল, সেদিন সে বলেছিল 'আজ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল রোশেনারা, তোমার এই অন্তহীন জ্ঞান সমুদ্রের মাঝখানে ডুবে থাকার পিছনে রয়েছে ক্ষতির একটা বিরাট ইঙ্গিত'। কিন্তু আর তাকে প্রশ্ন করতে দেয়না রোশেন। শুধু একটী কথা বলে চুপ করেছিল সে, সেটা কি? 'তুমি আমার স্বামী, আর আমি তোমার স্ত্রী-এইটাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য"। নিজের জীবনকে সংসারের দাবানলে আহুতি দিয়েই ঐ সত্যকেই সে রক্ষা করেছিল।

সঙ্গীতাংশ

(১)

সেলিমের গান —

কিশোর বেলার রাঙ্গা দিনগুলি রেখো মনে
স্মৃতির মালায় গেঁথে রেখো তারে সযতনে
খেলার ছলেতে যে খেলাঘর বাঁধা
জীবন বীণায় প্রথম যে সুর সাধা
তারি রেশ যেন ফুরায় না মনো বনে ॥
প্রথম জীবনে সোনার স্বপনগুলি
মনের গহনে কুড়ায়ে রাখিও তুলে ;
যদি কোনদিন যাবার সময় হয়
চিরদিন যেন সেই কথা মনে রয়
প্রেম শুধু আসে একবার এ জীবনে।

(২)

সেলিমের গান—

হারানো দিনের প্রেমের সমাধিতে
অশ্রু নয়নে স্মৃতি আসে, ফুল দিতে,
ভাঙ্গা হৃদয়ের দিলরুবা ল'য়ে হাতে
অতীত কাহিনী স্মৃতি গায় আজো রাতে
কত হাসি গান স্বপ্ন সমান
জড়ানো সে কাহিনীতে।
এইকি জীবনে নিয়তির লেখা হায়
অধরে তুলিতে পিয়ালা টুটিয়া যায়,
একদা ফাগুনে ফুটেছিল যেথা ফুল
সেথা কাঁদে আজ বেদনার বুলবুল,
প্রেমের জনম বিরহের কাঁটা
আহত বক্ষে নিতে ॥

(৩)

সেলিমের গান—

যৌবন স্বপ্নে কি মায়া লাগলো।
এই বাহার আজ দিকে দিকে জাগলো।
আকাশে নদী জলে, কুসুমে লতিকায়
প্রথম ভালবাসা ধরা যে পড়ে যায়
মনের পাপিয়ার নিদালী ভাঙ্গলো ॥
দখিন হাওয়া দিল যে সাড়া
ফুল-পরী শুনে দেয় ইসারা
গোপন অনুরাগে কপোল রাঙ্গলো
এ মধু ফাল্গুন আসেনি আগে
জীবনে সবই আজ মধুর লাগে
একটি কথা তাই দু'জনে জানলো ;

(৪)

সালমার গান—

ফিরে যাও বসন্ত মোর কুসুমের দিন অবসান
নিয়তির তীর খেয়ে হায় বুলবুল হারায়েছে
গান।
গোলাপের নয়নের কোলে
(আজ) অশ্রু শিশির-কণা দোলে
বুঝিলনা উদাসী-ভ্রমর বুকে তার কি যে
অভিমান।
জানি আজ ভুল গেছে ভাঙ্গিয়া
তবু একদিন আমার আকাশে রঙে রঙে
উঠেছিল রাঙিয়া ॥
ভালবেসে এ-জীবনে হায়
কেহ পায়, কেহ বা হারায়
আমি যে বেসেছি ভাল
(শুধু) এই সুখে ভ'রে থাক প্রাণ ॥

—প্রণব রায়

(৫)

শ্যামার গান —

ও বেবফ্যা তেরে লিয়ে বদ্‌নাম হো গ্যয়ে
উলফ্যত তো কী হায়ে ম্যগ্যর নাকাম
হোগ্যয়ে
—গ্যয়রোঁকে পাস য.ও, মেরে পাস ন্য আও
রো রোকে মেরে সারেয়াহি প্যয়গাম সো
গ্যয়ে

তুম যো হুয়ে যুদা তো খুশী হোগ্যাই খাফা।
হঁ্যয় জীন্দগী কে স্যব্‌ স্যকুঁন আরাম
খো গ্যয়ে।
—ক্যভি আহেঁ৷ কা ধুয়াঁ
তো ক্যভি আশক্‌ হয় র‍্যওয়াঁ
বেজার জীন্দগী সে—
সুভ্‌শাম হো গ্যয়ে।

—বি, এম, শর্ম্মা

(৬)

হেনা ও আকতার জাঁহানের গান—

এস গো প্রিয়তম পিয়াসী প্রাণে মম
এস গো এস আজ।
তোমারি আশা-পথ চাহিয়া অবিরত
হেথা জাগে মমতাজ॥
আজি মুখর ভবন লাগি তব দরশন
তাই এ ফুল সাজ।
যদি দেবে গো ধরা
এস করিগো ত্বরা
আর মিছে কেন লাজ॥

—চারু মুখার্জ্জী

মুদ্রণী—৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১৩ (ফোন : ২৪—২৪৪৬) হইতে মুদ্রিত ও
সিরাজ পিকচার্স—৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কর্ত্তৃক প্রকাশিত।